পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

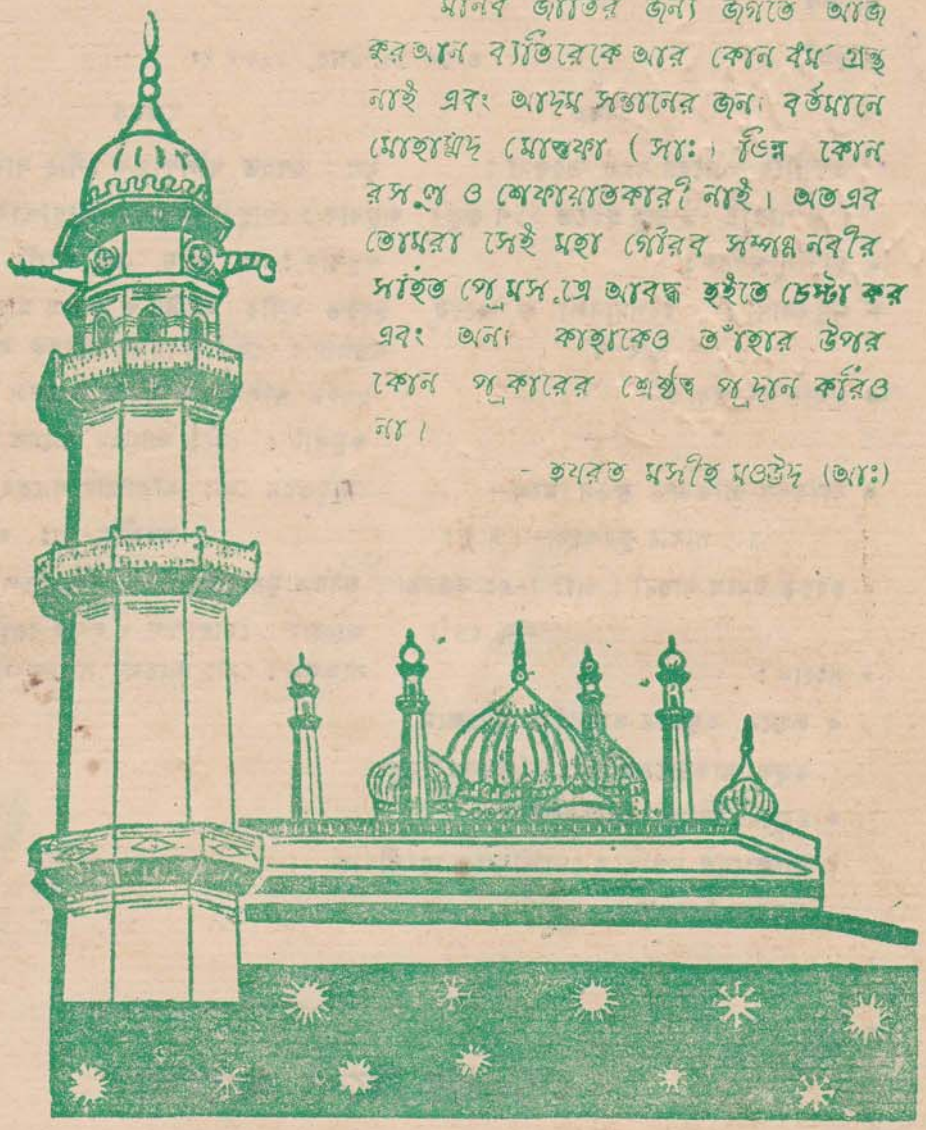




সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৩ই আশ্বিন, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইং : ২০শে জেলকদ, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং | ৩৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| * তফসীরে সগীরের সরল তরজমা : (১ম পারার ৬ষ্ঠ রুকু হইতে ১১শ রুকু) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ | ১ |
| * হাদীস শরীফ : | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৫ |
| * অমৃতবাণী : 'বিপদাবলী ও সবরের তাৎপর্য' | হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১০ |
| * জুমার খোতবা : | হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ | ১২ |
| * বাইবেল-প্রতিশ্রুত নুতন নিয়ম— পবিত্র কুরআন—( ৪ ) : | মোহ্‌তরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাঃ আ. আঃ | ১৮ |
| * হযরত ইমাম মাহ্‌দী ( আঃ )-এর সত্যতা —( ৫৪ ) | হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল সানী অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | ২১ |
| * সংবাদ : | সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ২৫ |
| * লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে হুজুর আকদাসের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সমূহ | | |
| * হুজুরের বিদেশ সফরের বিবরণ | | |
| * বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত | | |


## দোওয়ার বিশেষ আবেদন

মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, সাহেব আমীর বাঃ আঃ আঃ হার্নিয়া অপারেশনের পর আল্লাহতায়ালার ফজলে আরোগ্যের পথে আছেন। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা রহিয়াছে। তাঁহার পূর্ণ আরোগ্য এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৩ই আশ্বিন, ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

## সূরা বাকারা—২

[ মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে। ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—২ )

### ৬ষ্ঠ রুকু

৪৮। হে বনী ইস্রাঈল ! আমার সেই নে'মতকে তোমরা স্মরণ কর যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছিলাম এবং ( স্মরণ কর সেই নে'মতকেও যে, ) আমি তোমাদিগকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

৪৯। এবং সেই দিনকে ভয় কর যে (দিন) কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও যামিন হইতে পারিবে না এবং না তাহার পক্ষ হইতে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে এবং না তাহার পক্ষ হইতে কোন (প্রকার) মুক্তিপণ কবুল করা হইবে, এবং তাহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

৫০। এবং ( সেই সময়কে স্মরণ কর ) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের কওমের কবল হইতে এমন অবস্থায় উদ্ধার করিয়াছিলাম যখন তাহারা তোমাদিগকে নির্মম শাস্তি দিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিতেছিল এবং স্ত্রীগণকে জীবিত রাখিতে-ছিল এবং তোমাদের রবের পক্ষ হইতে ইহার মধ্যে ( তোমাদের জন্য ) এক মহা পরীক্ষা ছিল।

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর আদেশক্রমে বাংলা ভাষায় কুরআন করীমের যে তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইবে, উহার মধ্যে প্রথম পারার তরজমা পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশ করা হইতেছে। হুজুরের নির্দেশক্রমে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে সগীর'-এর হুবহু তরজমা করা হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্পর্কে কাহারও কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে এক মাসের মধ্যে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

—মোঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

৫১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, অতঃপর তোমাদিগকে নাজাত দিয়াছিলাম এবং তোমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফেরাউনের কওমকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম।

৫২। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা মূসার সহিত চল্লিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহার (পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা বালেম হইয়া গোবৎসকে (মা'বুদ) বানাইয়াছিলে।

৫৩। পুনরায় আমরা ইহার পরও তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৫৪। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা মুসাকে কেতাব (অর্থাৎ তওরাত) ও ফুরকান। অর্থাৎ মো'জেযাসমূহ) দান করিয়াছিলাম, যেন তোমরা হেদায়ত পাও।

৫৫। এবং সেই (সময়কেও স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, হে আমার কওম (এর লোক সকল)! তোমরা গোবৎসকে (মা'বুদ) বানাইয়া নিশ্চয় নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমরা নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে মার; ইহা তোমাদের সৃষ্টি কর্তার সমক্ষে তোমাদের জন্য অতি উত্তম হইবে। (যখন তোমরা এই আদেশ পালন করিলে) এখন তিনি তোমাদের প্রতি পুনরায় ফজলের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেন, নিশ্চয় তিনি (তাঁহার বান্দাগণের প্রতি) পুনঃপুনঃ দয়া-দৃষ্টিপাতকারী এবং বার বার করুণাকারী।

৫৬। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, হে মুসা! আমরা তোমার কথা আদৌ মানিব না যতক্ষণ না আমরা খোদাকে সামনাসামনি দেখিব, ফলে তোমাদের উপর এক মারাত্মক আযাব নিপতিত হইল এবং তোমরা (স্বচক্ষে নিজেদের পরিণাম) দেখিতেছিলে।

৫৭। অতঃপর তোমাদের ধ্বংসের পর আমরা তোমাদিগকে এজন্য পুনরুত্থিত করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযেল করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে) সেই পবিত্র রিয্ক হইতে যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি আহার কর, তাহারা (চরম অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের কোন ক্ষতি করে নাই; বরং তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছিল।

৪৯। এবং (ঐ সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, এই শহরে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে যথেচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর এবং (উহার) দরজার মধ্যে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর, এবং বলিতে বলিতে যাও, আমরা বোঝা হাল্কা করিবার প্রার্থনা করিতেছি, (তাহা হইলে) আমরা তোমাদের অপরাধ সমূহ সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে সমৃদ্ধ করিব।

৬০। কিন্তু (তাহাদের দুষ্টামি দেখ) যালেমগণ সেই কথার বিপরীত যাহা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল এক অন্য কথা বদলাইয়া বলিতে লাগিল, যাহার জন্য আমরা সেই সকল লোকের উপর যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হইতে এক আযাব নাযেল করিলাম।

## ৭ম রুকু

৬১। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার কওমের জন্য পানি চাহিল তখন আমরা (তাহাকে) বলিলাম যে ঐ পাথরের উপর আঘাত কর, ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি ঝরণা ফাটিয়া বাহির হইল, (এবং) প্রত্যেক গোষ্ঠি নিজ নিজ ঘাট চিনিয়া লইল, (তখন তাহাদিগকে বলা হইল) তোমরা আল্লাহর দেওয়া রিয্‌ক হইতে পানাহার কর এবং ফাসাদকারী হইয়া পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না।

৬২। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুসা। আমরা একই খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার রবের নিকট আমাদের জন্য দোওয়া কর, যেন জমিন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক বস্তু আমাদের জন্য উৎপাদন করেন, যথা—উহার শাক-সব্জি এবং শসা এবং গম ও মসুর এবং পেয়াজ। (ইহাতে (আল্লাহ্) বলিলেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্টতর বস্তু গ্রহণ করিতে চাও? (উত্তম কথা) যে-কোন শহরে যাও, তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা সেখানে নিশ্চয় পাইবে।, এবং (পরিণামে) চিরকালের জন্য তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ক্ষমতাহীন করা হইল এবং তাহারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহর আয়াতের কুফর করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত। ইহা (অর্থাৎ এই পাপ) তাহাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্য (তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি) হইয়াছিল।

## ৮ম রুকু

৬৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী এবং খ্রীষ্টান এবং সাবেয়ী ইহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার রহিয়াছে এবং (ভবিষ্যতের জন্য) তাহাদের কোন ভয় নাই এবং (অতীতের ত্রুটির জন্যও) তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৬৪। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অংগীকার লইয়াছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম, (এবং বলিয়াছিলাম,) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।

৬৫। অতঃপর তোমরা ইহার (অর্থাৎ সুস্পষ্ট) হেদায়ত প্রাপ্তির পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইয়া যাইতে।

৬৬। এবং তোমাদের মধ্য হইতে (ঐ সকল লোক) যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ যে জন্য আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, (যাও) তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

৬৭। সুতরাং আমরা ইহাকে ( অর্থাৎ উক্ত ঘটনাকে সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম।

৬৮। এবং ( সেই সময়কেও স্মরণ কর ) যখন মুসা আপন কওমকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গরু জবেহ করিবার আদেশ দিতেছেন, তাহারা বলিয়াছিল, তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র বানাইতেছ? ( মুসা ) বলিল, আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি যেন ( এইরূপ কাজ করিয়া ) আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

৬৯। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দোওয়া কর যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে উহা কি রূপ। সে বলিল, তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা বৃদ্ধও নহে এবং অল্প বয়স্কাও নহে (বরং) ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা ( বকনা ), সুতরাং তোমাদিগকে যে হুকুম দেওয়া হইয়াছে উহা পালন কর।

৭০। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য স্বীয় রবের নিকট ( পুনরায় ) দোওয়া করুণ, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, উহার রং কি? মুসা বলিল. তিনি বলিতেছেন, উহা একটি যা'ফরানী বর্ণের গরু, উহার রং অতি উজ্জল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।

৭১। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট ( পুনরায় ) দোওয়া কর যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে গরুটি কেমন? কারণ, আমাদের নিকট এই প্রকারের সকল গরু দেখিতে একই রকম। এবং ( বিশ্বাস করুন ), আল্লাহর ইচ্ছা হইলে নিশ্চয় আমরা হেদায়ত কবুল করিব।

৭২। ( মুসা ) বলিল, তিনি বলিতেছেন যে, উহা এমন একটি গরু যাহাকে ভূ-কর্ষণের জন্য জোয়ালে জোড়া হয় নাই এবং ক্ষেতে পানি সেচনের জন্যও লাগানো হয় নাই, যাহা সুস্থ-কায়া এক রংগের। তাহারা বলিল, তুমি এখন ( আমাদের নিকট ) প্রকৃত তথ্য পরিস্কারভাবে উদঘাটিত করিয়া দিয়াছ। অতঃপর তাহারা উহাকে জবেহ করিল, যদিও তাহারা ইহা করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

## ৯ম রুকু

৭৩। এবং ( সেই সময়কেও স্মরণ কর ) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা ( করার দাবী ) করিয়াছিলে। তারপর তোমরা উহা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে; অথচ যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৭৪। অতঃপর আমরা বলিলাম, ইহাকে অর্থাৎ ( এই ঘটনাকে ) ঐ ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত অপরাপর কতক ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখ ( তাহা হইলে ঘটনায় প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারিবে )। আল্লাহ এই ভাবে মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি স্বীয় নিদর্শনাবলী তোমাদিশকে দেখান যেন তোমরা বুঝিতে পার।

৭৫। অতএব তোমাদের হৃদয় ইহার ( অর্থাৎ এই ঘটনার ) পর কঠিন হইয়া গেল এমন কি উহা পাথরের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিক কঠিন হইয়া গেল এবং নিশ্চয় পাথরের মধ্যে এমনও আছে যেগুলি হইতে নদীসমূহ ছুটিয়া বাহির হয় এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যেগুলি ফাটিয়া গেলে উহাদের ভিতর হইতে পানি বাহির হয়, এবং তাহাদের (দিলগুলির) মধ্যে এমনও কতক আছে যে আল্লাহর ভয়ে ( ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে ) ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখবর নহেন।

৭৬। ( হে মুসলমানগণ ) তোমরা কি আশা কর যে তাহারা ( অর্থাৎ ইহুদীগণ ) তোমাদের কথা মানিয়া লইবে? অথচ তাহাদের মধ্যে কতকলোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহর কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয় এবং ( উহার মন্দ পরিণাম ) তাহারা সবিশেষ অবগত আছে।

৭৭। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তখন তাহারা বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃতে মিলিত হয় তখন তাহারা ( একে অপরকে দোষারোপ করিয়া। বলে, তোমরা কি তাহাদিগকে (অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে ) ঐ সকল কথা বলিয়াদিতেছ যাহা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যাহার ফলে তাহারা ইহার ( অর্থাৎ এই সকল তথ্যের ) সাহায্যে যুক্তি দ্বারা আল্লাহর সমীপে তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তবু কি তোমরা বুদ্ধি সহকারে কাজ করিবে না?

৭৮। তাহারা কি ইহা জানে না যে, তাহারা যাহা গোপন করে এবং যাহা প্রকাশ করে সকলই আল্লাহ জানেন।

৭৯। এবং তাহাদের মধ্যে কতক অশিক্ষিত লোক আছে যাহারা কতকগুলি মিথ্যা কাহিনী ব্যতীত কেতাব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এবং তাহারা কেবল আন্দাজের অনুসরণ করিয়া থাকে।

৮০। যাহারা ( মাত্র ) অল্প মূল্য প্রাপ্তির জন্য স্বহস্তে কিতাব রচনা করে এবং বলে যে ইহা আল্লাহর নিকট হইতে সমাগত, তাহাদের জন্য ( এক কঠিন ) আযাব ( নির্ধারিত ) আছে। তাহাদের হস্ত যাহা রচনা করিয়াছে উহার কারণেও তাহাদের জন্য ( এক কঠিন ) আযাব ( নির্ধারিত ) আছে। এবং তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহার কারণেও তাহাদের জন্য ( এক কঠিন ) আযাব নির্ধারিত আছে।

৮১। এবং তাহারা বলে, অল্প কয়েকদিন ব্যতীত ( দোযখের ) অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না, তুমি ( তাহাদিগকে ) বল, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হইতে অংগীকার লইয়াছ? ( যদি এইরূপ হইয়া থাকে ) তাহা হইলে আল্লাহ কখনও তাঁহার অংগীকার ভঙ্গ করিবেন না। অথবা তোমারা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?

৮২। অবশ্য, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করে এবং তাহার ( কৃত ) পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে পরিণামে তাহারাই দোযখের আধিবাসী হইবে। তাহারা তথায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী। তথায় তাহারা ( চিরকাল ) বাস করিবে।

## ১০ম রুকু

৮৪। এবং সেই সময়কেও (স্মরণ কর) যখন আমারা বনী ইস্রাইলের নিকট হইতে দৃঢ় অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো এবাদত করিবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতীম এবং দরিদ্রগণের সহিত সদয় ব্যবহার বরিবে এবং (এই) অঙ্গীকারও লইয়াছিলাম যে, তোমরা লোকদের সহিত মিষ্ট ভাষায় কথা বলিবে এবং নামাজকে কায়েম রাখিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু (ইহার পর) তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকী সকলেই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলে।

৮৫। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অংগীকার লইয়াছিলাম যে, তোমরা আপোসে খুনাখুনি করিবে না এবং আপন লোকদিগকে স্ব, স্ব গৃহ হইতে বাহির করিবে না এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে এবং এই (অংগীকার) সম্বন্ধে তোমরা সদা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছিলে।

৮৬। তোমরাই সেই লোক, যাহারা (উক্ত অঙ্গীকার সত্বেও) একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্য হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া অপরাধ ও জুলুমের দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতেছ। এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট সাহায্যের জন্য আসে তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপন দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক। অথচ তাহাদিগকে বাহির করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল, তবে কি তোমরা কিতাবের একাংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপরাংশকে অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ কার্য করে, জীবনে তাহাদের শাস্তি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এবং তাহাদিগকে কেয়ামত দিবসে কঠোরতর শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নহেন।

৮৭। তাহারাই ঐ সকল লোক, যাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্যও করা হইবে।

## ১১শ রুকু

৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর আমরা তাহার অনুসরণে (ধারাবাহিক ভাবে) রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম (যাহাদিগকে তোমরা জান)। মরিয়ম তনয় ঈসাকেও আমরা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দিয়াছিলাম এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম। (কিন্তু তোমরা সকলের মোকাবেলা করিয়াছিলে) সুতরাং (তোমরাই বল ইহা কি অপসন্দনীয় কথা নহে যে) যখনই তোমাদের নিকট কোন রসুল এমন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মন চাহে নাই, তোমরা অহংকার প্রদর্শন করিয়াছ এবং তোমরা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ।

৮৯। এবং (আমরা জানি) তাহারা ইহাও বলিয়াছে যে আমাদের হৃদয়গুলি পর্দায় ঢাকা আছে কিন্তু কথা ইহা নহে বরং তাহাদের কুফরের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্পই বিশ্বাস করে।

৯০। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা (সেই কেতাবের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের) তসদিক করে যাহা তাহাদের নিকট আছে, এবং যদিও ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরগণের উপর বিজয় লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়া করিত, তথাপি যখন তাহাদের নিকট সেই বস্তু আসিল, যাহা তাহারা চিনিল, তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং এইরূপ কাফেরগণের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

৯১। উহা বড়ই নিকৃষ্ট বিষয় যাহার জন্য তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে; উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহাকে তাহারা অস্বীকার করিতেছে এই বিদ্বেষে যে, কেন আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার প্রতি তাঁহার ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ নাযেল করেন। সুতরাং তাহারা আল্লাহর ক্রোধের পর ক্রোধ ভাজন হইল, এবং এইরূপ কাফেরগণের জন্য (লাঞ্ছনাজনক) শাস্তি অবধারিত রহিয়াছে।

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আন, ইহাতে তাহারা বলে, আমাদের উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে শুধু তাহার উপর আমরা ঈমান আনি এবং এই যুক্তি দেখাইয়া তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরবর্তীতে নাযেল করা হইয়াছে (অর্থাৎ কুরআন) অথচ উহা তাহাদিগের নিকট যাহা (অর্থাৎ যে কালাম) আছে উহাকে তসদীক করিয়া পূর্ণরূপে সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে। তুমি বল, যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে কেন তোমরা ইহার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে হত্যা করিতে চেষ্টারত ছিলে?

৯৩। এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ সহ আসিয়াছিল তথাপি তাহার (পাহাড়ে যাওয়ার) পর তোমরা (আল্লাহকে ছাড়িয়া) গোবৎসকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলে, এতদ্বারা তোমরা যালেম হইয়াছিলে।

৯৪। এবং সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে অংগীকার লইয়াছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উর্দ্ধে সমুচ্চ করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে আমরা তোমাদিগকে যাহা দিলাম তাহা মজবুত ভাবে ধারন কর এবং (আল্লাহকে) মান্য কর। ইহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা আমার সমক্ষে উপস্থিত ছিল তাহারা বলিয়াছিল, উত্তম আমরা শুনিলাম কিন্তু আমরা ইহাও বলিতেছি যে আমরা এই আদেশকে অমান্য করিবার সিদ্ধান্ত করিলাম এবং তাহাদের কুফরের কারণে গোবৎস-প্রেম তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তুমি তাহাদিগকে বল, তোমাদের দাবী অনুযায়ী যদি তোমরা মোমেন হও, তাহা হইলে তোমাদের ঈমান যে কর্মের নির্দেশ দিতেছে উহা বড়ই নিকৃষ্ট।

৯৫। বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের আবাস অন্যান্য লোকদের বাদ দিয়া একমাত্র তোমাদিগেরই জন্য হইয় থাকে, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও।

৯৬। (হে মুসলমানগণ! স্মরণ রাখিও,) তাহাদের কৃত কর্মের জন্য তাহারা কখনও ইহার (অর্থাৎ এই প্রকার মৃত্যুর) কামনা করিবে না; এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে উত্তমভাবে জানেন।

৯৭। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে এবং যাহারা শির্ক করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোককে সকল লোক অপেক্ষা বেশী আয়ুলোভী পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন সে সহস্র বৎসরের আয়ু লাভ করে কিন্তু এইরূপ দীর্ঘায়ু প্রাপ্তিও তাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ্ উহা দেখিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

# হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

## ৭৯। মানবতার সম্মান, সর্বজনীন গ্রন্থ, দুর্বলের প্রতি স্নেহ, পশুর প্রতি দয়া

৪৩৫। হযরত আবু বাক্‌রাতা নুফাইয়েবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যামানা উহার প্রথম অবস্থায় ঘুরিয়া আসিয়াছে, যেমন আল্লাহতায়ালা জমিন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। বৎসর বার মাসে হয়। তন্মধ্যে চারি মাস সম্মানিত। অর্থাৎ যুলকা'দ, যুল-হজ, মুহর্‌রম এবং চতুর্থ 'মুযার' গোত্রের রজব। অর্থাৎ ঐ মাস, যাহা জমাদি ও শা'বানের মধ্যে উপস্থিত হয়। অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "হে লোকগণ, ইহা কোন্ মাস? "আমরা নিবেদন করিলাম; আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন।" তিনি (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। আমরা ভাবিলাম, সম্ভবতঃ তিনি (সাঃ) ইহার অন্য কোনো নাম রাখিতে চাহেন। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন: "ইহা কি যুল-হজ নয়? আমরা নিবেদন করিলাম, "হঁা, রসুলুল্লাহ!" অতঃপর, তিনি ফরমাইলেন: ইহা কোন্ সহর।' আমরা নিবেদন করিলাম, 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন'। তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। আমরা মনে করিলাম, সম্ভবতঃ তিনি (সাঃ) ইহার অন্য কোনো নাম রাখিতে চাহেন। অতঃপর, তিনি ফরমাইলেন: "ইহা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা নিবেদন করিলাম 'হঁা, রসুলুল্লাহ!' ইহাতে তিনি ফরমাইলেন: "আজিকার দিন তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের জন্য হারাম এবং সম্মানীয়, ঠিক তেমনি যেমন তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে সম্মানীয়। হে লোকগণ, শীঘ্রই তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু, রব্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তিনি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কিরূপ কর্ম করিয়াছ। দেখ, আমার পরে যেন পুনরায় কাফের না হইয়া পড়, তোমরা একে অন্যের গর্দান কাটা আরম্ভ না কর। অবহিত হও, তোমাদের মধ্যে যাহারা এখানে উপস্থিত তাহারা ঐ সব লোককে পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে, যাহারা অনুপস্থিত। ঐ সব লোককে পয়গাম পৌঁছাইয়া দিবে, যাহারা উপস্থিত নয়। কারণ, হইতে পারে, যাহাকে বার্তা পৌঁছান হয়, শ্রোতা অপেক্ষা সে অধিক সমঝদার।" অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "আমি কি আল্লাহতায়ালার পয়গাম ঠিক ঠিক পৌঁছাইয়াছি?" তিনি এই কথা তিন বার ফরমাইলেন। আমরা

নিবেদন করিলাম : 'হাঁ, রাসুলুল্লাহ ( সাঃ ) ! আপনি আল্লাহতায়ালার পয়গাম ঠিক ঠিক পৌঁছাইয়া দিয়াছেন'। ইহাতে তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালা সাক্ষী থাকুন।" [ 'মুসলিম ; 'কিতাবুল কাসামাহ, 'বাবু তাহরীমুদ দিমায়ে ওয়াল আরাযে ওয়াল আমওয়ালে ; ২--:৯৯ পৃঃ 'বুখারী ; ১:২৩৪পৃঃ ও ২:৬৭২পৃঃ ]

৪৩৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করিবে না। একে অন্যের ক্ষতি সাধনে বাড়াবাড়ি করিবে না। একে অন্যের প্রতি হিংসা-প্রতিহিংসা পোষণ করিবে না। একে অন্যের দিকে পিঠ ঘোরাইয়া বসিবে না অর্থাৎ সম্বন্ধ ছেদের আচরণ করিবে না। একে অন্যের সৌদার উপর দিয়া সৌদা করিবে না। আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পর ভ্রাতারূপে বসবাস করিবে। মুসলমান তাহার ভ্রাতার প্রতি জুলুম, অত্যাচার-অবিচার করে না। তাহার অবমাননা করে না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। তাহাকে লজ্জিত বা অপমান করে না।" তিনি ( সাঃ ) তাঁহার বক্ষের দিকে ইশারা করিয়া ফরমাইলেন : 'তকওয়া' ( আল্লাহকে আশ্রয় করা, তাঁহাকেই ভয় করা ) এখানে অবস্থিত।" এই কথাগুলি তিনি তিন বার ফরমাইলেন। অতঃপর ফরমাইলেন : "মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে তাহার মুসলমান ভাইকে ঘৃণার চোখে ও হেয় দৃষ্টিতে দেখে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মাল ও ইজ্জত-আবরু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম এবং তাহার জন্য সম্মানীয়।

[ 'মুসলিম, কিতাবুল বির' ও সালাহ ; 'বাবু তহরীমু যুলমেল মুসলিমে ২:১৭৮ পৃঃ ]

৪৩৭। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক কৃষ্ণকায়া স্ত্রীলোক মসজিদ পরিস্কার রাখার এবং উহার দেখা-শোনার কাজ করিত। (বর্ণনাকারী বলেন যে তাঁহার সন্দেহ হইতেছে যে, সে স্ত্রীলোক ছিল, না কোন যুবক ছিল )। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কয়েক দিন পর্যন্ত তাহাকে দেখিতে পান নাই। তখন তিনি তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকে নিবেদন করিল : "রসুলুল্লাহ ( সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ) ! সে ত ওফাত পাইয়াছে।" তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "আমাকে এই সংবাদ দাও নাই কেন ? প্রকৃতপক্ষে, সাহাবাগণ ( রাযিয়াল্লাহু আনহুম ) তাহাকে সাধারণ মানুষ মনে করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার সম্বন্ধে হুজুর ( সাঃ )-কে তকলিফ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ হুযুর ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "আমাকে উহার কবর দেখাও।" লোকে কবরের কথা জানাইল। তিনি ( সাঃ ) সেখানে যাইয়া তাহার 'জানাযা গায়েব' পড়িলেন এবং ফরমাইলেন : "এই সব ( কবর ) অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আমার নামাজ ও দোওয়ার ফলে এগুলিকে আলোকে আলোকাকীর্ণ করেন।"

[ 'মুসলিম ; কিতাবুল জানাইয, 'বাবু সালাতু আলাল কবর ; ১-২:৩৭৮ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

( হাদীকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ )

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার।

# হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর

# অমৃত বানী

তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হয় না যাহা সব্‌র
বা ধৈর্যের দ্বারা সাধিত হয়।
ধৈর্যচ্যুত কখনও হইবে না। যে সব্‌র করে না সে
আমার জামাতভুক্ত নয়।

"যদি মানব তাহার সত্তায় আল্লাহর সহিত সম্পর্ক-বিহীন হইত, তাহা হইলে কোন সন্দেহ নাই যে, বড়ই বিপদ ঘটিত। কিন্তু বস্তুতঃ প্রতিটি অনুপরমানুর সংরক্ষণ সেই অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্ করিতেছেন। তারপর কিসের চিন্তা বা ভয়?! তাঁহার মহিমা ও কুদরত সমূহ কল্পনাতীত এবং তাঁহার হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ-লীলা সমূহ নজিরবিহীন। সর্বশক্তিমান খোদাকে মানিয়া মুমেন কখনও চিন্তান্বিত ও দুঃখীত হইতে পারে না। তিনি যাহা চাহেন করেন, এবং যাহা কিছু তিনি করেন, উহাতেই কল্যাণ ও আশিস হইয়া থাকে। মুমেন ও অমুমেনের মধ্যে ঈমানের পার্থক্যই তো বিদ্যমান। নাস্তিক ভাবাপন্ন এবং আল্লাতে অবিশ্বাসীর জীবন ততক্ষণ পর্যন্তই ভাল এবং ভয়-ভীতি ও আতঙ্কমুক্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপরে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের আক্রমণ না ঘটে। কিন্তু যখন সামান্যতম বিপদাবলীও তাহার উপর আপতিত হয়, তখন তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায় এবং সে ঐ গুলি বরদাস্ত করিতে পারে না। আল্লাহতায়ালার উপর আদৌ তাহার আশা-ভরসা থাকে না এবং পার্থিব উপকরণ তাহাকে নিরাস করিয়া তুলে। এমতাবস্থায় তাহাদের বাসনা-কামনা ও মেযাজ-মর্জি বিরোধী সামান্য সামান্য বিষয়ের উপর অনেক সময় এই শ্রেণীর লোক আত্মহত্যা করিয়া বসে। ইউরোপ, যেখানে বিপুল সংখ্যক লোক নাস্তিক সেখানে এত বেশী আত্মহত্যা সংঘটিত হয় যে জগতের অন্য কোন অঞ্চল বা দেশে উহাদের তুলনা হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, তাহারা দুঃখ-বেদনা এবং বিপদাবলী সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের অন্তর দুর্বল। কিন্তু ইহার বিপরীতে মুমেন মজবুত-দেল হইয়া থাকে। এজন্য যে, তাহার ভরসা আল্লাহতায়ালার উপর হইয়া থাকে। তাহার উপর যখন বিপদাবলী আসে তখন সেগুলি তাহার হিম্মত ও মনোবলকে দুর্বল করিতে পারে না, বরং বিপদকালে সে তাহার কদম আরো আগে বাড়ায়। তাহার ঈমান আরো মজবুত হয়। সত্য বলিতে কি, ঈমানের স্বাদ ঐ দিন গুলিতেই পাওয়া যায়। এবং ঈমান সেই সময়ের জন্যই নির্ধারিত। ভাল অবস্থায় যখন না কোন আর্থিক সংকট থাকে, না দৈহিক কষ্ট বরং সর্ব প্রকারের সুখ সাচ্ছন্দ ও শান্তি বিরাজ করে, তখন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের অবস্থা (দৃশ্যতঃ) সমানই হইতে

পারে কিন্তু দুঃখ-দ্বন্দ্ব, অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য বিপদাপদের সময়ে ঐ সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং প্রমাণ হইয়া যায়, কে আল্লাহতায়ালার সহিত দৃঢ় সম্পর্ক রাখে এবং তাঁহার কুদরত সমূহে ঈমান আনে এবং কে তাঁহার সম্বন্ধে অভিযোগ করে ও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-বেদনা ঈমান পরীক্ষার পূর্ণ মানদণ্ড। উহার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়, কে সব্‌র করে, ধৈর্য ধারণ করে।

সব্‌র বা সহণশীলতা কি? উহা ঈমানেরই ফলশ্রুতি বিশেষ। বিপদকালে মুমেন যখন ধৈর্য ধারণ করে, তাহার সেই ধৈর্য বা সব্‌র এক নতুন রঙে প্রতিভাত হয়। কাফের সেইরূপ সবরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে পারে না। এদতভিন্ন, তাহার সহিত খোদাতায়ালার ব্যবহারও এক নতুন রংগে আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। সত্য বলিতে কি, তখন যেন) এক নতুন খোদার সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্য তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া মা'রেফত বা ঐশী জ্ঞান-তত্ত্বে উন্নতি সাধিত হয়।

যখন মুমেন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর কারণে দোওয়া করে, তখন উহাতে দুই প্রকারের ফায়দা হয়। প্রথমতঃ সেই সকল বিপদ স্বয়ং তাহার পাপসমূহ মোচনের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ দোওয়ার দ্বারা ঐ সকল বিপদ হইতে নিস্কৃতি লাভ হয় এবং আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার কুদরত সমূহের উপর ঈমান বাড়ে।" (ক্রমশঃ) (মলফুজাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩-৪৪)

"তোমাদের জন্য জরুরী যে, তোমরা নবী রসুলগণের (পদাঙ্ক) অনুসরণ কর।"

"তোমরা নিজেদের পবিত্র নমুনা ও উত্তম চাল-চলনের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাও যে, তোমরা ভাল পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

"আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, কখনও ধৈর্য-হারা হইবে না। সব্‌রের অস্ত্র এরূপ যে, তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হইতে পারে না যাহা সব্‌রের দ্বারা সাধিত হয়। একমাত্র সব্‌রই মানব হৃদয়কে জয় করিয়া ফেলে। নিশ্চয় মনে রাখিবে যে, আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই যখন শুনিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তি এই জামাতে থাকিয়া কাহারও সহিত ঝগড়া করিয়াছে। এরূপ ধারা ও আচরণ আমি কাহারও পছন্দ করি না, এবং খোদাতায়ালাও চাহেন না য, সেই জামাত যাহা জগতে এক নমুনা ও আদর্শ হিসাবে নিরূপীত হইবে উহার ব্যক্তিবর্গ সেই পথ অবলম্বন করুক যাহা তাকওয়ার পথ নহে। বরং আমি তোমাদিগকে ইহাও জানাইতেছি যে, আল্লাহতায়ালা উক্ত বিষয়ের এতখানি তাকিদ করেন যে, যদি কেহ এই জামাতে থাকিয়া সব্‌র ও ধৈর্য সহকারে কাজ না করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে, সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

"যখন আমি (নিজে) সব্‌র করি, তখন তোমাদের কর্তব্য যে তোমরাও সব্‌র কর। বৃক্ষ অপেক্ষা উহার শাখাসমূহ বড় হইতে পারে না।" (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

# জুমার খোৎবা

## সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )

[ ২২ই ইখা ১৩৫৮ হিঃশাঃ মোতাবেক ১২ই অক্টোবর ১৯৭৯ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত ]

**যাহারা সবর করে এবং অধ্যবসায় ও স্থিরতার পরিচয় দান করে তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার যাবতীয় ওয়াদা অনুযায়ী তাহাদিগকে ভালবাসিবেন।**

**খোদাতায়ালা সম্বন্ধে এই কুধারনা পোষণ করা যায় না যে, তিনি তাঁহার ওয়াদা পূরণ করিবেন না; বস্তুতঃ তাঁহার ওয়াদা অবশ্যম্ভাবী।**

**সাবধান থাকুন, আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সমূহে আস্থাহীন ব্যক্তিরা যেন আপনাদিগকে ধোকা দিয়া আপনাদের সবরের মোকাম হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে।**

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর নিম্ন আয়াত দুইটি পাঠ করেন:

فاصبر ان وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون ○ ( الروم : ٦١ )

فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشى و الابكار ○ ( المؤمن : ٥٦ )

অতঃপর হুজুর বলেন:

কুরআন করীমে সবরের বিষয় এক শতেরও অধিক আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি বুনিয়াদি নির্দেশ যাহা সমগ্র কুরআনী আহ্কামের সহিত সম্পৃক্ত—সেগুলি আদেশ রূপেই হউক অথবা নিষেধরূপে। 'সবর'-এর অর্থ, যেমন আমি পূর্বেও এক খোৎবাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলাম—আসল অর্থ উহার এই যে,

حبس النفس عن ما يقتضيه العقل و الشرع او اما يقتضيان حبسها

—অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক এবং শরিয়ত যাহা করিতে বলে বা নিষেধ করে তাহা করায় ব না করায় নিজেকে স্থির ও কায়েম রাখা, অথবা শরিয়ত এবং বুদ্ধি-বিবেক উভয় যাহা করিতে বা যাহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় উভয় বিষয়ে নিজেকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রাখা।

( মুরাদাত, ইমাম রাগিব )

যেহেতু ইসলাম জ্ঞান ও হিকমতপূর্ণ ধর্ম, সেহেতু সমগ্র ইসলামী আহ্কাম ( আদেশ-নিষেধ ) শরিয়তের চাহিদা সমূহও পূর্ণ করে এবং মানব প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধির চাহিদা ও আবেদনকেও পূরণ করে। বস্তুতঃ শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। সেজন্যই কাহারও কোন আত্মীয় মারা গেলে সেই ক্ষেত্রে

আমরা তাহাকে সব্‌র ও ধৈর্য ধারনের জন্য বলি অর্থাৎ সে যেন অযথা অসঙ্গত ভাবে আর্তনাদ ও মাতম করিতে আরম্ভ না করিয়া দেয় বরং নিজেকে সংযত রাখে এবং সেই পরিমাণ ও সেই রূপ মর্মবেদনাই প্রকাশ করে যেরূপ ও যেটুকু করার অনুমতি মানব-প্রকৃতি বা ইসলামী শরিয়ত দান করিয়াছে। অথবা যখন বিরুদ্ধবাদীগণ বল-প্রয়োগে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রায়াস পায়, তখন ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত উহার মোকাবেলায় ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত সীমা সমূহের মধ্যে থাকিয়া দণ্ডায়মান হওয়া এবং পিছপা না হওয়া—ইহাও সব্‌র। তেমনি ভাবে সদা নিয়মিত এবং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে বাজামাত নামাজ আদায় করা, উহার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকা—ইহাও সব্‌র।

সুতরাং প্রতিটি হুকুমের সহিত আসলে ইহার সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ যাহা নিষেধ করা হইয়াছে উহা হইতে বিরত থাকায় নিজের নফসকে স্থির রাখা এবং যাহা পালন করিতে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা পালনে তৎপর থাকা এবং কখনও শৈথিল্য না করা।

যে দুইটি আয়াত আমি তেলাওত করিলাম উহাদের তরজমা প্রথম পেশ করিতেছি :

"সুতরাং স্থিতিশীলতার সহিত নিজের ঈমানের উপর কায়েম থাকে, আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে ( فاصبر ان وعد الله حـ ) এবং যাহারা একীন বা প্রত্যয় রাখে না তাহারা যেন প্রতারণা পূর্বক তোমাকে কখনও তোমার স্থান হইতে বিচ্যুত করিয়া না দেয়। ( ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর। আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। এবং খোদাতায়ালার নিকট মাগফেরাত কামনা করিতে থাক এবং সকাল ও সন্ধ্যা তোমার রবের 'হামদ' ( প্রসংশা ) সহ 'তসবীহ' ( পবিত্রতা ) পাঠ করিতে থাক।'

এই আয়াতগুলিতে বহুবিধ বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম বিষয়টি হইল এই যে, প্রতিটি অবস্থাতেই সব্‌রের উপর কায়েম থাকিতে হইবে। মানুষ কখনও বেসব্‌র বা অধৈর্য হইতে পারে তাহার অনুমতি ইসলাম দান করিয়াছে এরূপ কোন অবস্থা ও পরিস্থিতি মানব জীবনে আসিতে পারে না। দ্বিতীয় কথাটি এই যে, ইসলাম জ্ঞান ও হিকমতপূর্ণ ধর্ম — দলিল-প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে দিয়া থাকে। যাহারা সব্‌র করে এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দান করে, তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার মহান ওয়াদা এই যে, তাঁহার ওয়াদা সমূহ অনুযায়ী তাহাদের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন। আমল বা সৎ-কর্ম সমূহের যে যে পুরস্কার ও সওয়াব এবং প্রতিদানের কথা আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে বর্ণনা করিয়াছেন উহাদের প্রতিটিরই মানুষ নিশ্চিত হকদারে পরিণত হইবে একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ ক্রমে, যাহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

তৃতীয়তঃ আমাদিগকে ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইয়া থাকে। যদি আদেশদাতা এরূপ কেহ হয় যে আদেশও দান করে এবং ওয়াদাও করে কিন্তু ওয়াদা পূরণে সামর্থ্যবান নয়, তাহা হইলে মানুষের জন্য ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে

যে তাহারা আদেশাবলী পালন তো করিবে কিন্তু উপকার সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং এখানে এই আশ্বাস দান করা হইয়াছে যে, কোন দুনিয়াদার (সংসারাসক্ত) ব্যক্তি কোন ওয়াদা করিলে হাজারো ধরনের কুধারণার উদ্ভব হইতে পারে। দুনিয়াদার যদি কোন ওয়াদা করে তাহা হইলে এরূপ হাজারো সম্ভাবনা থাকিতে পারে যে, ইচ্ছা-আকাঙ্খা সত্বেও সে ওয়াদা পূরণে অক্ষম থাকে। অসংখ্য অবস্থা এরূপও সৃষ্টি হইতে পারে যে ওয়াদা পূরণের ক্ষমতা পূর্বে তাহার ছিল কিন্তু পরে সেই ক্ষমতা সে হারাইয়া ফেলে। এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে পূর্বে খোদাতায়ালার দিকে সে মনোযোগী ছিল কিন্তু পরে শয়তানের কবলে পড়িয়া যায়, সেজন্য সে ওয়াদা পূরণ করিতে পারে না। খোদাতায়ালার সম্পর্কে এই ধরনের কোন কুধারণাই পোষণ করা যায় না। ان وعد الله حق —যাহা খোদাতায়ালার ওয়াদা উহা অবশ্য পূর্ণ হইবেই হইবে। কিন্তু অন্যত্র খোদাতায়ালা তাঁহার ওয়াদা সমূহের সম্বন্ধে নীতিগতভাবে একথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, খোদার ওয়াদা সেই রঙে এবং সেই সময়েই পূর্ণ হইবে, যে রঙে এবং যে সময়ে তিনি উহা পূর্ণ করিতে চাহিবেন। মানুষ খোদাতায়ালাকে ডিকটেট (Dictate) করাইতে পারে না। বাহুবলে ইহা বলিতে পারে না যে, 'তোমার ওয়াদা এইরূপে এবং অমুক সময়ে পূর্ণ কর।' মানব-ইতিহাসে এরূপ বহু জাতি আমরা দেখিতে পাই, যাহাদের সহিত কৃত ওয়াদা বহু শতাব্দী পর অবিকল সেইরূপে পূর্ণ হইয়াছে যেরূপে ওয়াদা করা হইয়াছিল। কিন্তু বহু শতাব্দী তাহারা প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছে।

আবার এরূপ জাতিও আমরা দেখিতে পাই যাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা মাত্র চারি বৎসর পর পূর্ণ হইয়াছে।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, আমি যখন স্পেন গিয়াছিলাম তখন সেই দেশ সম্পর্কে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম যে, সাত শত বৎসর ব্যাপী সেখানে মুসলমানরা শাসন করে, এবং যখন তাহারা পরাভূত হয়, তখন বিরুদ্ধবাদীরা একটি মুসলমানও সেখানে অবশিষ্ট রাখে না। এক রাত্রিতে অনেক দোওয়া করার তওফিক পাইয়াছিলাম যে, 'হে খোদা! তোমার রহমতের ছায়ায় বহু শতাব্দী ব্যাপী তাহারা ছিল। আবার বহু শতাব্দী পার হইল, তাহারা তোমার রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পুনরায় তুমি তাহাদের জন্য তোমার রহমতের উপকরণ সৃষ্টি কর।' আল্লাহতায়ালা আমাকে জানাইলেন যে, সেই সকল উপকরণ সৃষ্টি করা হইবে কিন্তু তোমার ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুযায়ী নয় বরং আল্লাহতায়ালা যখন চাহিবেন তখনই সেই সকল উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। ইহা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের জামানা। স্পেনের জাতি ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের গণ্ডীর বহির্ভূত থাকিবে না। সুতরাং ان وعد الله حق —খোদাতায়ালার প্রতি মানুষ কুধারণা পোষণ করিতে পারে না। কুধারণা পোষণকারী ব্যক্তি নিপাত হইয়া যায়। খোদাতায়ালার যে শক্তি ও ক্ষমতা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় ছিল, আজও তাঁহার সে শক্তিই বিদ্যমান আছে। তাঁহার শক্তিনিচয়ে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় না। খোদাতায়ালার যে মাহাত্ম্যে ও উচ্চ

শান এবং তাঁহার মহিমা পূর্বে যেমন সদা বিদ্যমান ছিল তেমনি উহা ভবিষ্যতেও সদা বিদ্যমান থাকিবে। পিছনের দিকে মুখ ফিরাইলে অতীত যুগে এরূপ কোন শেষ সীমার সন্ধান পাওয়া যায় না সেখানে গিয়া আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এরূপ কোন সীমারেখা টানিতে পারে না যাহার পর আর কোন জামানা না নাই এবং যাহার পর খোদাতায়ালার মহিমার জ্যোতির্বিকাশ সমূহের অবসান ঘটিতে পাবে। অনাদি ও অনন্ত খোদা সদা তাঁহার প্রেমিকদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন, কুরবানী দানকারী ও ত্যাগ স্বীকারকারিদিগকে তাঁহার জান্নাতে লইয়া যান। তিনি পরীক্ষাও করেন, যাহাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখান, যাহাতে পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী ও কপট (মুনাফেক) ঈমানধারীগণের মধ্যে ফরক করেন, যাহাতে দুর্বল ঈমানধারীগণের যৎসামান্য মাহাত্ম্য এবং সেই অসাধারণ মাহাত্ম্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখান যাহার চূড়ান্ত শিখরে রহিয়াছেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তারপর তাঁহার উম্মতের মধ্যে তাঁহার সেই সকল গোলাম (আধ্যাত্মিক দাস), যাঁহারা তাঁহার চরণের নিকট উপবিষ্ট আছেন এবং নিজদিগকে তাঁহার (সাঃ) পাদুকার সমান বলিয়াও মনে করেন না এবং তাঁহাদের এই আত্মবিলিনতা, প্রেম ও আত্মোৎসর্গের ফলশ্রুতিতে তাঁহারা আল্লাহতায়ালার প্রীতি অর্জন করিয়া আসিয়াছেন—এতদ উভয় পার্থক্য তিনি পরীক্ষার দ্বারা সুপ্রকাশিত করিয়া দেখান। ইহা স্ব স্থানে সঠিক ও যথার্থ। কিন্তু খোদার ওয়াদা খোদাতায়ালার ওয়াদাই বটে। তিনি মানব কল্পনাতীত যে মহিমা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী, তাঁহার ওয়াদাসমূহের মধ্যে যেগুলি স্বল্প বা ক্ষুদ্র ওয়াদা বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে অতি মহান। কেননা উহাদের উৎস আল্লাহ-তায়ালার মহান সত্তা।

তৃতীয় কথা তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, ان وعد الله حق — বিচলিত হইবে না, কুধারণার বশবর্তী হইবে না, ইস্তেকামাত ও অনড়-অটল স্থিতিশীলতার পথ কখনও পরিত্যাগ করিবে না; যে অঞ্চল তোমরা ধারণ করিয়াছ তাহা যেন তোমাদের হাত হইতে কখনও ছুটিয়া না যায়, দৃঢ়বদ্ধতার পরিচয় দান করিবে, ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার নমুনা ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে এবং খোদাতায়ালার সন্তোষ ও প্রেম লাভ করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা উক্ত আয়াত গুলিতে আমাদিগকে ইহা বলা হইয়াছে—
لا يستخفنك الذين لا يوقنون — এরূপ কতক লোক আছে যাহারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে না। لا يوقنون —এর মধ্যে ইহা প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই যে, কিসের উপরে তাহারা একীন বা প্রত্যয় রাখে না, সেইজন্য আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান এবং ইসলামের সাধারণ শিক্ষা অনুযায়ী আমাদিগকে ইহার তফসীর ও ব্যাখ্যায় কতক বুনিয়াদী বিষয় উত্থাপন করিতে হইবে। সুতরাং لا يوقنون এর এক অর্থ হইবে "তাহারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে না।" ইহার দ্বিতীয় অর্থ হইবে, 'যাহারা খোদাতায়ালার ওয়াদা সমূহের উপর প্রত্যয় রাখে না তাহারা সেই সকল লোক যাহারা খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস রাখে না'। এই

ধরনেরও একটা শ্রেণী আছে। অতএব, চতুর্থ কথা আমরা ইহা জানিতে পারিলাম যে, জগতে এরূপ মানুষও আছে যাহারা খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস রাখে না। আল্লাহ্ আছেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে না যেমন নাস্তিকগণ, কমিউনিষ্টগণ, খোদাতায়ালার এরূপ শত্রুগণ যাহারা ঘোষণা করে যে, তাহারা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে তাঁহার নাম এবং আকাশমালা হইতে তাঁহার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। বড়ই অযৌক্তিক বেহুদা দাবী! কিন্তু মোটের উপর এরূপ দাবীদারগণ মওজুদ রহিয়াছে, যাহারা দাবী করে যে, খোদার কোন অস্তিত্ব নাই, সব কিছুই নিজে নিজেই চলিয়া আসিতেছে এবং খোদাতায়ালার উপর মানুষের ভরসা করার বা তওক্কুল করার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহাদের ধারণা মতে কিছুই পাওয়া যাইবে না এবং যে সকল ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে—যেহেতু খোদাতায়ালার উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই সেইহেতু শব্দ বা কথার উপর কিরূপে তাহারা বিশ্বাস আনিবে? কাজেই ওয়াদাসমূহের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই। সুতরাং উক্ত শ্রেণীর লোকেরা খোদার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের কাহারো কাহারো অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি করায় চেষ্টিত থাকে এবং দুনিয়ার দিকে আহ্বান করে, পার্থিবতার দিকে আকর্ষণ করে সেই সকল লোকদিগকে যাহারা আকাশ মালার (আধ্যাত্মিক) সমুচ্চ স্তর সমূহের সন্ধানে নিজেদের জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

আবার এক শ্রেণীর লোক আছে যারারা Impersonal God (ইম্পার্সনাল গড)-এ বিশ্বাস রাখে। তাহারা বলে যে, আল্লাহতায়ালা কত মহান এবং মানুষের অস্তিত্বই বা কি! তাঁহার মোকাবিলায় সে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখার তাঁহার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে? সুতরাং তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে আদৌ কোন ওয়াদা দান করিতে পারেন না। যদি কোথায়ও ওয়াদার ঘোষণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ঘোষণা উক্ত শ্রেণীর লোকদের মতে ভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং পঞ্চম কথা আল্লাহ্ ইহা বলিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান রাখে না (যাহাদের সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি) এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সমূহে আস্থাশীল নয়—এরূপ লোক সকল তোমাকে ধোকা দিয়া সব্‌রের মোকাম হইতে বিচ্যুত করিবার প্রচেষ্টা চালাইবে। কিন্তু তাহারা যেন উক্ত প্রচেষ্টায় সফল হইতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের বিষয়ে সদা হুশিয়ার থাকিবে।

ষষ্ঠ কথা, খোদাতায়ালার ওয়াদা সমূহ অবশ্যই উহাদের নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হইবে। দুনিয়া যত ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন, আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সমূহ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এবং ওয়াদাবলী পূর্ণ হওয়ার সময়ে যাহারা সেগুলির পূর্ণতার বরকত ও আশিস সমূহের দ্বারা উপকৃত হইবে তাহারা হইবে কেবল সেই সকল লোক যাহারা সবর ও অধ্যবসায় এবং স্থিতিশীলতার সহিত খোদাতায়ালার হুকুম পালনকারী হইবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, যখন আমরা সব্‌র করিব, যখন আমরা খোদাতায়ালার সহিত কৃত ওফাদারীর অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করিব না, বরং তাঁহার ওফাদার বান্দা হিসাবে স্থির থাকিয়া নিজেদের জীবন যাপন করিব'—এই সকল লোকই ওয়াদা সমূহ পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত কালে পুরস্কার সমূহ লাভ

করিবে। আর যাহারা কাহারও প্ররোচনা ও বিভ্রান্তির শিকার হইবে—যেমন নাস্তিক, অস্বীকার-কারী অবিশ্বাসী, খোদার দুশমণের প্ররোচনার অথবা খোদাতায়ালার ওয়াদা সমূহে আস্থাহীন লোকের প্ররোচনায় পতিত হইবে, সেই সকল লোক ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময়ে অবশ্যই খোদায়ী ওয়াদা সমূহের বরকত ও আশিসে অংশীদার হইতে পারিবে না। সেজন্য আমাদিগকে হুশিয়ার করা হইয়াছে যে, "ঐ শ্রেণীর লোকেরা যেন তোমাদিগকে ধোকা দিয়া তোমাদের সবর ও ইস্তেকামাতের মোকাম হইতে স্খলিত ও বিচ্যুত করিতে না পারে।' উক্ত মোকাম মানুষের এক অতি মহান মোকাম। ঐ মোকাম হইতে বিচ্যুত করার প্ররোচনামূলক প্রচেষ্টার ফাঁদে তোমরা পড়িবে না। সুতরাং ইহা হইল আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত ষষ্ঠ বিষয়। অর্থাৎ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তাহারা প্রচেষ্টা চালাইবে; ষষ্ঠতঃ আমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, ঐ সকল লোকের ধোকা ও প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিবে, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সপ্তম কথা আমাদিগকে ইহা বলা হইয়াছে যে, তাহাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার তিনটি উপায় ও পন্থা রহিয়াছে। একটির উল্লেখ আমি পূর্বে করিয়া আসিয়াছি অর্থাৎ সবর ও ইস্তেকামাতকে কখনও পরিহার করিবে না।

উক্ত প্রতারণা হইতে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হইল 'ইস্তেগফার'। মানুষ মোটের উপর দুর্বল, এবং বাশারী কমজোরী (মানবীয় দুর্বলতা) বশতঃ এরূপ কাজ করিয়া বসে যাহা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। মানুষ কেবলমাত্র তাহার শক্তিবলে শয়তানী আক্রমণ হইতে বাঁচিতে পারে না। ইহার জন্য জরুরী, খোদাতায়ালার ফজল যেন তাহার সহায়ক হয়, এবং খোদাতায়ালা যেন স্বীয় রহমতের দ্বারা শয়তানী আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন। সেই জন্য বলিয়াছেন, ইস্তেগফার কর, খোদাতায়ালার 'মাগফিরাত' প্রার্থনা কর। মাগফিরাতের দুইটি অর্থ: এক, গোনাহ যেন সংঘটিত না হয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না এমন ধারায় যে, সে যেন পাক এবং পবিত্রতার অধিকারী হইতে পারে। কেননা বলা হইয়াছিল : فلا تزكوا انفسكم—নিজস্ব চেষ্টায়, নিজস্ব তদবীরের দ্বারা তোমরা খোদাতায়ার দৃষ্টিতে পাক ও মুতাহ্‌হারে পরিণত হইতে পার না।

ইস্তেগফারের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, গোনাহ সংঘটিত হইয়াছে, এখন উহার কুফল হইতে মানুষ রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্খা রাখে, কিন্তু সামর্থ্য নাই। সামর্থ্য খোদার আছে, যিনি তাহাকে তাহার কৃত গোনাহর কুফল হইতে তাঁহার রহমতের দ্বারা রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং উহার উপায় হিসাবে ইস্তেগফার করিতে বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার সমীপে নিবেদন কর, 'হে আল্লাহ! আমাদের উপরে তোমার ফজল এমন ধারায় বর্ষণ কর (ইহা ইস্তেগফারের মর্মের অন্তর্গত) যেন আমাদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত না হয়, এরূপ কথা যেন আমরা না বলি অথবা এরূপ কার্যাবলী আমরা না করি যেগুলি তোমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এবং যদি মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ আমরা গোনাহ করিয়া বসি তাহা হইলে সেগুলির কুফল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদের গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও। (ক্রমশঃ)

(আল-ফজল, ৪ শ আগষ্ট ১৯-০ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

# বাইবেল-প্রতিশ্রুত নুতন নিয়ম—
# পবিত্র কুরআন

ذالك الكتاب

"সেই পূর্ণ কেতাব" [ সুরা বাকারাহ—১৮রুকু ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪ )

খ্রীষ্টান ভাইগণ একদিকে এই কথা বলেন যে, যীশু নিয়মকে রহিত ও অভিশপ্ত করিয়াছেন। অন্যদিকে তাহারা যীশুকে জগতের উদ্ধার কর্তা ও নতুন নিয়ম প্রবর্তনকারী সাব্যস্ত করিতে গিয়া বহু বিচিত্র কিসসা রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং খোদা ও আদম হইতে আরম্ভ করিয়া যীশু পর্যন্ত সকলকে কালিমালিপ্ত করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। খোদার স্ত্রী ও পুত্র খাড়া করিতে হইয়াছে। আদম (আঃ)-কে পাপী করিতে হইয়াছে। জাতীয় নিয়মকে বাতিল ও অভিশপ্ত করিতে হইয়াছে। ওয়ারিশী পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য খোদার পুত্র যীশুকে অভিশপ্ত করিতে হইয়াছে ইত্যাদি। এগুলি যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অমূলক ও অবাস্তব কথা তাহা আমরা এ যাবত যুক্তি, বাইবেল ও কুরআনের হাওয়ালার সন্ধানী আলোক সম্পাতে দেখাইয়াছি। এইগুলিকে যদি নুতন নিয়ম বলা হয় তাহা হইলে এগুলি নুতন নিয়মই বটে। কারণ পুরাতন নিয়ম বা যীশুর উক্তিতে কোথাও এই বিষয়গুলির চিহ্ন মাত্র নাই। এবং যীশুও এই শিক্ষা কখনও দেন নাই। খোদার পক্ষ হইতে এইগুলি পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। বরং পরবর্তীকালে এগুলি মানবের স্বহস্তে রচিত কিস্‌সা। বস্তুতঃ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পর পবিত্র কুরআনের নিয়ম হইল প্রতিশ্রুত নুতন নিয়ম। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যাহা আমাদের বক্তব্যকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন করে।

প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন ও নুতন নিয়মে সারার বংশে যেমন এক নিয়ম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তেমনি হাজেরার বংশেও এক নিয়ম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। যথা—গর্ভবতী হাজেরার নিকট স্বর্গীয় দূত সুসংবাদ দেন, "আমি তোমার বংশ এমন বৃদ্ধি করিব যে, তাহাদিগকে গনণা করা যাইবে না।" স্বর্গীয় দূত আরও বলিলেন "তুমি পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইসমাইল ( ঈশ্বর শুনেন ) রাখিবে"। ( আদি পুস্তক ১৬: ১০-১১ ) অতঃপর আল্লাহতায়ালা ইসমাইল ( আঃ ) সম্বন্ধে ইব্রাহিম ( আঃ )-কে জানান, "তোমা হইতে বহু জাতি জন্মাইবে; আর তাহারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে, আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে" ( আদিপুস্তক ১৭ : ৬, ৭)।

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হইল যে, যখন এই সমস্ত আশিস-বাণী হাজেরা ও ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয় তখন সারার গর্ভে ইসহাকের জন্মের কোন ভবিষ্যদ্বাণীও তখন পর্যন্ত আসে নাই। "ইব্রাহিমের দুই পুত্র ছিল—একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল।" এসকল কথার রূপক অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রীর দুই নিয়ম (গালাতীয় ৪:২২, ২৩, ২৪)। এই উদ্ধৃতিটি বাইবেলের নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। উপরে লিখিত পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি হইতে ইহা স্পষ্টই দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে ইসমাইল রীতিমত প্রতিশ্রুতই নহেন বরং প্রথম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন নিয়মের লেখকগণ ইসমাইল তথা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাবীকে উড়াইয়া দিবার জন্য তাহার জন্ম মাংস অনুসারে বলিয়াছে। সকল নবীর ন্যায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যেমন রক্তমাংসে গঠিত দেহধারী মানব ছিলেন। [সুরা কাহাফ শেষ রুকু], তেমনি হযরত ইছহাক (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকলেই রক্তমাংসে গঠিত দেহধারী মানব ছিলেন। যীশুর সম্বন্ধে প্রেরিত ২:২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "নাসরতীয় যীশু ঈশ্বর কর্তৃক সমর্থিত মনুষ্য।" তদনুযায়ী তাহাকে আমরা ক্রুশে বিদ্ধ হইলে তাহার দেহ হইতে রক্ত ঝাড়তে দেখি। সুতরাং যাহারা হযরত ইসমাইলের জন্ম সম্পর্কে "তিনি মাংস হইতে জন্মিয়াছেন" বলিয়া হযরত ইসমাইল (আঃ) তথা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদাকে হাল্কা করিবার জন্য বাইবেল হস্তক্ষেপ করিয়াছে এতদ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। হযরত ইছহাকের জন্য কেবল ইব্রাহিম (আঃ)-এরই প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য সকল নবীই প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহার উচ্চ মর্যাদা অক্ষুন্নই রহিয়াছে। প্রথম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বলা হইয়াছিল যে, ইসমাইলের বংশে যে নিয়ম দেওয়া হইবে উহা চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু নিয়ম সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই স্ত্রীর মাধ্যমে দুই বিধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং উহা কার্যত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। বনি ইসরাইল বংশে তদনুযায়ী মোশির্কে এক নিয়ম (বিধান) দেওয়া হইয়াছিল। যাহার শেষ প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন যীশু। হাজেরার বংশে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কোরআন দেওয়া হইয়াছে। ইহাই নূতন ও চিরস্থায়ী নিয়ম। বাইবেলে কোথাও বনি ইসরাইলকে দুই নিয়ম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। হযরত ইব্রাহিমের আশিসে হযরত ইসমাইলের বংশকে "ফলবান বৃক্ষ" বলা হইয়াছে। যীশু তাঁহার পর আগমনকারী বিশ্বনবীর ফলদানকারী হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনে সুরা ইব্রাহীমের ২৫ ও ২৬ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনকে এক বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় সমূহ মৃত্তিকার গভীরদেশ পর্যন্ত প্রোথিত। শাখা-প্রশাখা সমূহ গগণ প্রসারী এবং সকল ঋতুতে ফলদানকারী। তদনুযায়ী ইসলাম ধর্মকে সদা সজীব রাখিবার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য ওলী-আল্লাহ এবং প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদীনের আবির্ভাব এবং এই শেষ যুগে জগতে যাবতীয়

গোষ্ঠীকে মোহাম্মদী আশিসে মণ্ডিত করিয়া ভ্রাতৃ-প্রেমপূর্ণ এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক মানবজাতি গঠনের ব্যবস্থা সচল রহিয়াছে। বাইবেল অনুযায়ী যীশু মাত্র বারো (১২) জন শিষ্যকে শিষ্যত্বে দীক্ষা দিয়া নূতন জীবন দান করেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার ২৩ বৎসরের কার্যকালে তাঁহার আধ্যাত্মিক স্পর্শ দ্বারা সারা আরবের অধিবাসীদিগকে নূতন জীবন দান করেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি গত চৌদ্দ শতাব্দী ব্যাপিয়া কোটি কোটি আধ্যাত্মিক বধিরকে শ্রবণ শক্তি, অন্ধকে দৃষ্টি, মুককে বাকশক্তি, কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে রোগমুক্তি, খঞ্জ ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকে চলৎশক্তি এবং মৃতকে জীবন দান করিয়া আসিতেছে। আজও এ শক্তি পূর্ণাকারে বলবৎ আছে। মোহাম্মদী আশিস মণ্ডিত আহমদীয়া জামাত আজ বিশ্বব্যাপী সেই কাজে ব্রতী। তাহারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমূহ সম্পাদন করিতেছে। অচিরেই সারা জগতে আধ্যাত্মিক ভাবে পীড়িত ও মৃত ব্যক্তি ও জাতি সমূহ মোহাম্মদী কল্যাণে রোগমুক্ত ও নুতন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিষেকে জীবিত হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে যীশু তাঁহার নিজ বৃক্ষকে ফলহীন পাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী তাঁহার পর বনি ইসরাইল বা খ্রীষ্টান জগতে তাহাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করিতে আল্লাহ্‌-তায়ালার বাণীপ্রাপ্ত কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই এবং তাহাদের ধর্মকে আদি আকারে সংরক্ষিত করার জন্য খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থাও নাই। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্ব আশিসধারা গ্রহণ করিয়াই অতঃপর ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অভিশাপ মুক্ত ও সুপথ পাইয়া পুণঃ ইব্রাহিমী আশিস লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

যোহন ১২:১৩ শ্লোকে, যীশু যেখানে তাহার অনুগামীগণকে মোহাম্মদ (সাঃ)কে গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছেন, সেখানে তিনি নিজেও তাহার নিকট হইতে কল্যাণ লাভের কথা বলিয়াছেন, যথা :—"তিনি আমাকে সম্মানিত করিবেন" (যোহন ১৬:১৪)। গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের "দৈনিক বাংলা" পত্রিকায় প্রকাশিত "মরীয়ম পুত্র যীশু" প্রবন্ধে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। যীশু ও তাঁহার মাতার উপর যত প্রকারের অপবাদ আরোপিত হইয়াছিল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উহার আমূল খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা এমন এক সত্য যাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ইহার পরও কি বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার আনীত ঐশী গ্রন্থ "পবিত্র কোরআন"-কে খ্রীষ্টান ভাইগণ চিনিতে ভুল করিবেন? (ক্রমশঃ)

—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

---

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই(সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [ উর্দু দুররে সমীন ]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

# হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৩ )

**প্লেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ**

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর প্লেগ সংক্রান্ত নিদর্শন সম্বন্ধে খৃষ্টান ও ইসলাম উভয় ধর্মের পুস্তকাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে প্লেগের মহামারী একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে প্রকাশিত হবে। এই ঘটনা তৎকালীন ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের জন্য এবং তাদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসী সকলের জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন ও দাবীর সত্যতার একটি জলন্ত এবং অনস্বীকার্য নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

যখন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী চন্দ্র-গ্রহণ এবং সূর্য-গ্রহণ রমজান মাসে সংঘটিত হয়, তখন ঐ মাসেই হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সকলকে সতর্ক করে লিখলেন : দুটি গ্রহণ ( চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ ) আল্লাহর তরফ থেকে সতর্ককারী মহানিদর্শন ছিল—বিশেষতঃ সেইসব লোকের জন্য যারা শত্রুতা এবং বিরোধিতায় অবিচল ছিল।'' ( নুরুল হক, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য )। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণের উদাসীনতা, পাপ-প্রবণতা এবং শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখে হযরত মীর্যা সাহেব কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে দোওয়া করলেন। 'জ্ঞানীদের মতে অবিশ্বাস এবং বিপথগামীতার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম।' ( আরবী কাসিদা ১৮৯৪ ইং )।

১৮৯৭ সনে হযরত মীর্যা সাহেব প্লেগের মহামারী সম্বন্ধে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেন। ভবিষ্যদ্বানীটির মধ্যে বলা হয়েছিল :

''ইয়া মসীহাল খালকে আদওয়ানা''—يا مسيح الخلق عدوانا

''হে সৃষ্টির মসীহা, আমাদিগকে মহামারী থেকে রক্ষা কর।'' তিনি আরো লিখলেন যে, ''রোগের মহামারীর নিদর্শন যেমন দোওয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে, তেমনিভাবে দোওয়াই হবে এর প্রকোপ থেকে বাঁচার রক্ষাকল্প। (''সিরাজুল মুনির'' পুস্তক দ্রষ্টব্য )

এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশনার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে বোম্বাই শহরে প্লেগ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্লেগ এক বছর কাল থেকে চলে গেল। ফলে অধিকাংশ লোকের মনে নিস্কৃতি এবং নিরাপত্তার ভাব দেখা দিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হল যে জন-স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্লেগের মহামারী প্রাথমিক পর্যায়ে রোধ করতে পেরেছে। যখন বোম্বাই এলাকায় প্লেগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং উত্তর ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে প্লেগের আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, ঠিক সেই সময়ে হযরত মীর্যা সাহেব নিম্নোক্ত সতর্কবাণী ঘোষণা করেলেন :

"অদ্য ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ তারিখে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে প্লেগের বীজ বপন করছে—আর সেই চারাগুলো দেখতে ছিল বীভৎস, ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত ধরনের। আমি এগুলো সম্বন্ধে ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালো যে, ঐ গুলো হলো প্লেগের চারা, যেগুলো অতি সত্বর ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে।" ইতিপূর্বে প্লেগ সম্বন্ধে ইলহামের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে অত্যাধিক পাপ পঙ্কিলতা এবং বিপথগামীতা দুর না হলে প্লেগের মহামারীও দুরীভূত হবে না। মানুষের পাপের কালিমার ফলে আকাশের উজ্জল সূর্যও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তাই মানুষের হুসিয়ারী এবং ভয়-ভীতির উদ্দেশ্যে ধরাপৃষ্ঠ প্লেগ উদগীরন করেছে।

এর পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহ এত বেশী মর্মন্তুদ যে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বোম্বাই এলাকায় প্লেগ শুরু হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল যে, ওখানেই সর্বাধিক আক্রমণ অনুভূত হবে। কিন্তু বোম্বাই নিষ্কৃতি পেলেও সত্বর পাঞ্জাব প্লেগের আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলো। ক্রমান্বয়ে সেই মহামারী মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করলো। সাপ্তাহিক মৃতের হার ত্রিশ হাজারের কোঠায় উন্নীত হলো। এক বছরে কয়েক লক্ষ লোক মৃত্যু বরণ করলো। শত শত ডাক্তার নিয়োগ করা হলো এবং বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেগুলো প্রয়োগ করা হলো কিন্তু কোন কিছুই ফলপ্রসূ হলো না। বছরের পর বছর প্লেগের আক্রমণের উগ্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সাধারণভাবে অনেকেই ভাবতে লাগলো যে হযরত মীর্যা সাহেবের কঠোর বিরোধিতা এবং তাঁকে অস্বীকার করার সংগে প্লেগের আক্রমণের নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক রয়েছে। কয়েক লক্ষ লোক তাঁর দাবীর প্রতি ঈমান আনলো এবং নিজেদেরকে আহমদীয়া জামাতের সদস্য হিসেবে ঘোষণা করলো। প্লেগের আক্রমণ চলতে লাগলো। অতঃপর হযরত মীর্যা সাহেব ইলহাম পেলেন: "তা'য়ুন চলি গেয়ী, বুখার রহ্ গিয়া।"

"প্লেগ শেষ হয়ে আসছে, বাকী রয়েছে জ্বর।" এর পর থেকে প্লেগের প্রকোপ কমতে থাকে।

এই প্লেগ একটি বিরাট নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর দ্বারা বিশ্বাসী এবং অস্বীকারকারী উভয়ই সমভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্লেগের আগমন সম্বন্ধে কয়েক বছর আগেই হযরত মীর্যা সাহেব সতর্কবাণী পেশ করে ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানও এই ভাবে বহুদিন আগেই কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে পুর্ব-সংকেত দিতে সমর্থ ছিল না। হযরত সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীতে একথাও বলা ছিল যে, প্লেগের মহা-বিপদ বছর বছরান্তে চলতে থাকবে এবং পাঞ্জাবে এর প্রকোপ হবে সর্বাধিক। বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহ হযরত সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই প্রমাণ করেছে। চিকিৎসকগণ বার বার আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে প্লেগের আক্রমণ শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু হযরত সাহেব বারবার বল্লেন যে, যতদিন আল্লাহতায়ালা না চাহেন ততদিন এই মহা-বিপদ দুরীভূত হবে না। দীর্ঘ নয় বছর

পর্যন্ত এই ধ্বংসকারী মহামারী সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা স্বয়ং প্লেগের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর মসীহকে খবর দেন এবং তখন থেকে প্লেগের আগুন নির্বাপিত হতে থাকে। শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী প্লেগের পর জ্বর মহামারী রূপে দেখা দিল। এবং এই মহামারীও সর্বাধিক অনুভূত হলো পাঞ্জাব এলাকায়। পাঞ্জাবের কোন গৃহই এই জ্বরের আক্রমণ হতে রেহাই পায় নাই বলে বলা চলে। সরকারী রিপোর্টে এ কথা স্বীকার করা হয় যে, জ্বরের এরূপ আক্রমণ খুবই অসাধারণ ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ প্লেগের মহামারী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী এবং উহার পূর্ণতা এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহতায়ালা সুক্ষাতিসুক্ষ্ম উপকরণ সমুহের মালিক। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ভারতবর্ষের জাতিসমূহ এবং তাদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য নিদর্শন ছিল।

## একটি মহা-ভূকম্পন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প (যিল যালায়ে আযীম) সংঘটিত হয়েছিল ১৯০৫ সনের এপ্রিলে কাংগ্রা উপত্যকা এবং পূর্ব পাঞ্জাব অঞ্চলে। এ সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ ও মাহদী (আঃ) আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"যিল্‌যালা কা ধাক্কা।"

"আফাতেদ্‌ দিয়ারু মুহেল্লুহা ওয়া মুকামুহা।"

"একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কম্পন।"

"অস্থায়ী এবং স্থায়ী বাসগৃহ সমূহের ধ্বংস।"

অনেকে মনে করেছিল যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা ছিল প্লেগের মাধ্যমেই ধ্বংস প্রক্রিয়ার নামান্তর। কিন্তু মূলত: বিষয়টি অন্যরূপ ছিল। কাংগ্রা উপত্যকার যে আগ্নেয়গিরিকে শত শত বছর ধরে মৃত বলে মনে করা হয়েছিল সেই আগ্নেয়গিরি হঠাৎ করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো এবং অগ্ন্যুৎপাত শুরু করলো। এই উপত্যকা অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ যে সকল মন্দির পরিদর্শনের জন্য যেত সেগুলো ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অস্থায়ী আরামগুলো (আরবী ইলহামে 'মুহোল্লুহা' বলে উল্লেখিত) যেমন মন্দির, শিবির, হোটেল, সরাইখানা, মিলিটারী ব্যারাক ইত্যাদি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল এবং কার্যতঃ হয়েছেও তাই। মাইলের পর মাইল এরূপ স্থানগুলো ধূলিসাৎ হয়েছে। ইউরোপীয়গণ যে সকল কুটির বানিয়েছিল সেগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, যে সকল বাড়ী ডালহৌসী এবং বাক্‌লোতে বানানো হয়েছিল সেগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রায় ২০ হাজার লোকের প্রাণহানি হলো। আরো ভূমিকম্প সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বানী করেছেন যেগুলো যথা সময়ে সংঘটিত হয়েছে এবং আরও কতকগুলো এখনও সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। (ক্রমশ:)

["দাওয়াতুল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation"—এর ধারাবাহিক]

অনুবাদ:—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

# সংবাদ ঃ

## লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর বিস্তারিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ

'দৈনিক জং" ( লণ্ডন ) ১৫ই আগষ্ট ১৯৮০ইং প্রকাশিত বিবরণ ঃ

"পাকিস্তানে আহমদীদিগকে অমুসলিম ঘোষণা সম্পর্কিত আইনগত সংশোধনী বিলটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যাপার

আহমদীদিগকে শুধু আইন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যাবলীর নিমিত্ত অমুসলিম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"

### আহমদীয়া জামাতের প্রধানের দাবী

লণ্ডন, ১৪ই আগষ্ট ( জং সাংবাদিক প্রতিনিধি )—

আহমদীয়া জামাতের প্রধান খলিফা মির্যা নাসের আহমদ বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদিগকে অমুসলিম ঘোষণা সংক্রান্ত আইনগত সংশোধনী বিলের অধীনে আহমদীদিগকে শুধুমাত্র কানুন ও আইন সম্পর্কিত উদ্দেশাবলীর প্রেক্ষিতে অমুসলিম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদিগকে ইসলামী শিক্ষা ও বিধি-বিধানের অধীন অমুসলিম ঘোষণা করা হয় নাই। খলিফা মির্যা নাসের আহমদ, যিনি ইউরোপ এবং বৃটেন সফরের পর এখন আফ্রিকা এবং আমেরিকার 'জেহাদে' রওয়ানা হইতে যাইতেছেন তিনি আজ দ্বিপ্রহর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতেছিলেন। আহমদীদিগকে অমুসলিম ঘোষণা করা সম্পর্কিত আইনগত সংশোধনী বিল সম্পর্কে যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি উহার উত্তরে বলেন যে, "আল্লাহতায়ালা এই বিলটিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন।" খলিফা মীর্যা নাসের আহমদকে ইহা ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হইলে তিনি বলেন যে, "ভুট্টো অত্যন্ত চালাক-চতুর লোক ছিলেন। তিনি আইনগত সংশোধনী বিলটিতে আহমদীদিগকে শুধুমাত্র আইন এবং কানুন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে অমুসলিম ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইসলামী শিক্ষা ও বিধি বিধানের নিমিত্ত নয়।" আহমদীয়া জামাতের প্রধানের নিকট যখন প্রশ্ন করা হয় যে, তাঁহার জামাত উক্ত আইনগত সংশোধনী বিলটি বাতিল করার জন্য কি কোন চেষ্টা করিতেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে

তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে আইনগত সংশোধনী বিলটি অন্তর্বর্তীকালীন। আমি জানি যে, উহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং মানুষ উহা বিস্মৃত হইবে।' পাকিস্তানে জাকাত প্রসঙ্গে আহমদীদের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে মির্যা নাসের আহমদ বলেন যে, কুরআন-পাকে কোথাও আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, জাকাত 'মার্শাল ল' সরকারকে আদায় করা হউক। তিনি বলেন, "যে সরকার আহমদীদিগকে অমুসলিম বলিয়া আখ্যাদান করে, আহমদীদের নিকট হইতে সেই সরকারের জাকাত নেওয়ার হক নাই।" তিনি বলেন, "আহমদীগণ জাকাত তাহাদের জামাতকে দান করিবে।'

## ইস্রাইল ও বয়তুল মুকদ্দস ঃ

খলিফা মির্যা নাসের আহ্‌মদের নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, ইস্রাইলে আহ্‌মদীয়া জামাতের কর্মরত প্রচার-কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষেতে ইহা কি সত্য যে, আহ্‌মদিয়া জামাত ইস্রাইলকে স্বীকৃতি দান করে? ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, 'ইস্রাইল একটা বাস্তবতা।" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কি ইস্রাইলের অস্তিত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, কোনও আগ্রশান ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কি বায়তুল মুকদ্দসের আজাদীর উদ্দেশ্যে সউদী যুবরাজ শাহ্‌জাদা ফাহ্‌দের জেহাদ সম্পর্কিত আহ্বানকে সমর্থন করেন? ইহার উত্তরে আহমদী জামাতের প্রধান বলেন যে, বয়তুল মুকাদ্দস অপেক্ষাও বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী রহিয়াছে। এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, মুসলমানরা যেন সত্যিকার অর্থে মুসলমান হন, এবং যদি মুসলমানরা সত্যকার রূপে মুসলমান হইয়া যান এবং তাঁহারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতির সহিত ধারন পুর্বক ঐক্য বদ্ধ হন, তাহা হইলে বয়তুল মুকাদ্দসের সমস্যা আদৌ থাকবে না।

## খোমেনি ও ইসলাম ঃ

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তরে আহ্‌মদী জামাতের প্রধান বলেন যে, আয়তুল্লাহ খোমেনির পদক্ষেপসমূহের কারণে ইসলামকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নয়। তিনি বলেন যে, আয়তুল্লা খুমেনী ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা—শুধু ইরানের শিয়াদের, ইরানের বাহিরে যে শিয়াগণ আছেন তাহাদের তিনি নেতা নহেন। আয়তুল্লাহ খোমেনী রাজনৈতিক নেতাও বটেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতারই যেমন রাজনৈতিক 'প্লেট ফর্ম' হইয়া থাকে তেমনি তাঁহার রাজনৈতিক 'প্লেট ফর্ম' রহিয়াছে, যেমন মিসরের প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতের নিজস্ব রাজনৈতিক প্লেট ফর্ম আছে।

মার্কিন জিম্মিদিগকে আটক রাখা ইসলামী নীতি সম্মত কি না? উক্ত প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইলে, আহমদী জামাতের প্রধান খলিফা মির্যা নাসের আহমদ বলেন, 'পবিত্র কুরআন অনুযায়ী শত্রুপক্ষের দূতেরও সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা মুসলমানদের কর্তব্য।' সঙ্গসার' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) এবং বেত্রাঘাত সংক্রান্ত শাস্তিগুলির সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে মির্যা নাসের আহমদ

বলেন যে, কুরআন করীমে প্রস্তরাঘাত সম্পর্কিত কোন শাস্তির নির্দেশ নাই। অবশ্য ব্যাভিচারের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি আছে, যাহার জন্য চারিজন চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষাদান অপরিহার্য। সারা জগতের অধিকাংশ মুসলমান আহমদীদিগকে মুসলিম বলিয়া স্বীকার করে না—এই প্রশ্নের উত্তরে খলিফা মির্যা নাসের আহমদ বলেন যে, এক কালে ক্যাথলিকরাও প্রটেষ্টেন্ট সম্প্রদায়কে খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করিত না। তিনি বলেন, "ইহা সত্বেও যে, মানুষ আমাকে কাফের বলে, আমার মান্যকারীদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে।" মির্যা নাসের আহমদ বলেন, 'আমি যখন ইসলামের কথা বলি, তখন পবিত্র কুরআনের কথা বলিয়া থাকি। কুরআন করীম কাহাকেও এই হক বা অধিকার দেয় নাই যে, সে কাহারও সম্বন্ধে বলে যে সে মুসলমান নয়।' তিনি বলেন যে, বর্তমানে দেড় কোটি আহমদী আছেন। ইউরোপ সম্পর্কে খলিফা মির্যা নাসের আহমদ বলেন: "ইউরোপে শুধু ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রেরই স্তুপ জমিয়া উঠিতেছে না, বরং সমস্যাবলীও স্তুপীকৃত হইয়া চলিয়াছে, এবং আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষমান আছি যে দিন ইউরোপ বলিয়া উঠিবে, উহার সমস্যাবলী সমাধানে তাহারা অপারগ, তখন আমি বলিব, এই সকল সমস্যার সমাধান হইল ইসলাম।"

প্রেস কনফারেন্সে যে 'পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি' বিতরণ করা হয় উহাতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে চল্লিশ (৪০)-টি দেশে একশত পয়ত্রিশ (১৩৫)-টি কর্মশীল আহমদীয়া মিশন (প্রচার-কেন্দ্রসমূহ) রহিয়াছে। প্রতিটি আহমদী তাহার আয়ের সোল ভাগের একভাগ কেন্দ্রীয় ফাণ্ডে দান করিয়া থাকেন। বহির্দেশীয় বিভাগ প্রতি বৎসর সাড়ে বাইশ লক্ষ পাউণ্ড ৬ শত মসজিদ, হাসপাতাল এবং স্কুলের উপর ব্যয় করিয়া থাকে। আহমদী আন্দোলনের ২৫টি পত্র-পত্রিকা রহিয়াছে। (দৈনিক 'জং' লণ্ডন, ১৫ই আগষ্ট ১৯৮০ইং)

অনুবাদ :—মোঃ মাহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

## হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বিদেশ সফরের বিবরণ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে কানাডা এবং আমেরিকা সফর শেষে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হুজুর আল্লাহতায়ালার ফজলে সেখানে টুরান্টো, সানফ্রানসিস্কো, ওয়াশিংটন ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান সফর করিয়া জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিদের সাক্ষাৎদান ব্যতীত অগণীত মানুষের নিকট ব্যাপক ভাবে সাফল্য পূর্ণ উপায়ে ইসলামের পবিত্রবানী প্রচার করার সুযোগ ও সামর্থ্য লাভ করেন। সফরের শেষদিকে হুজুর অসুস্থ হইয়া পড়ায় আপাততঃ স্পেন সফর স্থগিত রাখিয়া লণ্ডন ফিরিয়া যান। হুজুর (আইঃ) এখন লণ্ডনে আছেন। উপরে উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ আমেরিকা হইতে সদ্য আগত আহমদী ভ্রাতা জনাব খায়রুল হক সাহেবের মারফত পাওয়া গিয়াছে। আল-ফজলের মারফত বিস্তারিত খবর এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সকাতরে নিয়মিত দোওয়া জারি রাখিবেন যেন আল্লাহতায়ালা হুজুরকে পূর্ণ আরোগ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন, সর্বক্ষণ ফেরেস্তাদের হেফাজতে সালামতির সহিত রাখেন ও নিত্য বিশেষ সাহায্যাবলী অবতীর্ণ করিতে থাকেন এবং সারা বিশ্বে তাঁহার এই লিল্লাহী সফরকে ইসলাম ও বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় করেন। আমীন। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

# সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষীক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া দ্বিতল মসজিদে গত ২৬, ২৭ ও ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্য ও ঐতিহ্যপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয়। বংলাদেশের ৬২টি মজলিসের মধ্যে ৩৩ টি মজলিস হইতে প্রায় ৩ শত খোদ্দাম ও আতফাল ইজতেমায় যোগদান করেন। এই বরকতপূর্ণ ইজতেমা ২৬ শে সেপ্টেম্বর বাদ জুমা আরম্ভ হয় এবং দৈনিক নামাজ তাহাজ্জুদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাজামাত আদায় সহ দ্বীনি-তরবিয়তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে জামাতের মুরুব্বী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক চারগর্ভ ও ঈমান-উদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান, তরবিয়তী পরীক্ষা, বিবিধ খেলা-ধুলা এবং দ্বীনি জ্ঞানমূলক বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা, কায়েদ সম্মেলন ও সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠনের মধ্য দিয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত ৯ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। (আহমদী রিপোর্ট)

---

# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত আহমদীর কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।**

শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ম্যাট্রিক বা এস-এস-সি পাশ। কার্যে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে ভাল। টাইপ জানা প্রার্থীকে অগ্রগণ্য করা হবে। সবল দেহী অবসর প্রাপ্তরাও দরখাস্ত করতে পারেন। বয়ঃ সীমা নিম্নতম ১৮ বৎসর। বেতন স্কেল ৪০০—২০—৬০০ টাকা।

হাতেলিখা দরখাস্ত ১০ই অক্টোবরের মধ্যে নিম্ন সাক্ষর কারীর কাছে পৌছাতে হবে।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী মাল, ঢাকা আঃ আঃ
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা

---

স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর যে পরই প্রকাশ পায় এরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। [কিশতিয়ে নুহ]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

# আহ্‌মদীয়া জামাতের

# ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া ( নবীগণের মোহর )। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী ( আলাইহেমুস সালাম ) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমুহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের এজমা অথব সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আ'লাল কাফের নাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

( আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭ )

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor*